প্রথম আলো

তারিখ : 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ বিভাগে ভর্তির রায়

উচ্চ আদালতে আপিল করবে কর্তৃপক্ষ, সমাবর্তন স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত পূরণ না করলে ওই সব বিভাগে ভর্তি হওয়া যাবে না—এ ধরনের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া সময়স্বল্পতার কারণে ঘোষিত তারিখের সমাবর্তন স্থগিত রাখা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমিটির এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে পৃথকভাবে ২০০ নম্বরে পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকার বাধ্যবাধকতা দেয় বিভাগ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিতে পৃথকভাবে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা না দেওয়ায় তারা এসব বিভাগে ভর্তির যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে পারছে না।

ইংরেজি ও বাংলা বিভাগে একই শর্ত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে চালু রয়েছে। ২০০৬ সালে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগেও একই শর্ত আরোপ করা হয়। নতুন করে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী অর্থনীতি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে এইচএইসসি পর্যায়ে মৌলিক অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু মাদ্রাসাপড়ুয়া ছাত্রদের আলিম পর্যায়ে এ বিষয়টি পড়ানো হয় না। ফলে তারা বিভাগটিতে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

গতকাল সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন (নবনিযুক্ত সহ-উপাচার্য) অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সাত বিভাগে ভর্তির বিষয়ে দেওয়া যোগ্যতার শর্তের বিষয়ে দেওয়া আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ অনুযায়ী বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে কী ধরনের শর্ত আরোপ করা হবে তা বিভাগের একাডেমিক কমিটি থেকেই নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদালতের রায় অবমাননা করা হচ্ছে না, রায়ের বিষয়ে আরও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। কারণ, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বাধীনতার প্রশ্ন। সে কারণেই কর্তৃপক্ষ আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল সে তারিখ স্থগিত করে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে নির্ধারিত সমাবর্তন বক্তা যে তারিখে সময় দিতে পারবেন, সে তারিখেই সমাবর্তন হবে।

এ বিষয়ে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, সময়ের স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে আসন্ন সমাবর্তন অনুষ্ঠান স্থগিত করা হলো। তবে পরবর্তী তারিখ দ্রুত ঘোষণা করা হবে। চলতি মাসেই সমাবর্তন বক্তা বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে। তখনই তাঁর কাছ থেকে সময় নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, এবার সমাবর্তন বক্তা থাকবেন তাইওয়ানের একাডেমিয়া সিনিকা অব ইনস্টিটিউট অব অ্যাটমিক অ্যান্ড মলিকিউলার সায়েন্সেস অব জেনোমিক রিসার্চ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ইউয়ান টিসেলি।